বাংলা একাডেমীর হাতে বিপন্ন বাংলা

প্রতিবেদকের ভাষ্য

মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর জানুয়ারী '৯২ সংখ্যায় 'বাংলা একাডেমীর হাতে বিপন্ন বাংলা' শিরোনামে আমার একটি প্রতিবেদন ছাপা হয় এবং তা নিয়ে অনেক হৈ চৈ ও বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। অনেকেই তাদের নিজস্ব মতামত ও আত্মপক্ষ সমর্থন করে প্রতিবাদ করেছেন। গত রিপোর্টের সূত্র ধরে এবং বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে আমার কিছু বক্তব্য পেশ করছি।

দুঃখ প্রকাশ

গত রিপোর্টে মিঃ সেন-এর বরাত দিয়ে বলা হয়েছিলো যে, সপ্তসিন্ধু দেশবাংলা নামের যে বাংলা ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটার বাজারজাত করছে এবং বাংলা একাডেমী যাকে আদর্শ টাইপরাইটার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তা ভারতের একটি কোম্পানির অনুরূপ। আমাদের দু'দুবার মিঃ সেন একথা একথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু রিপোর্ট ছাপানোর পরে তার উক্ত মন্তব্য লিখিতভাবে অস্বীকার করেন। তাই আমরা জনাব ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর কাজের (ইলেকট্রিক টাইপ রাইটারের কী-বোর্ড উদ্ভাবনের) প্রতি শ্রদ্ধাসহ স্বীকৃতি দিয়ে গত সংখ্যার মন্তব্যটিসহ তার উপর আমাদের ছাপানো মন্তব্যসমূহ তুলে নিচ্ছি এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা ও দুঃখ প্রকাশ করছি। আমরা আবারও বলছি— কোন ব্যক্তিকে আক্রমন নয়, কোন ব্যবসায়িক স্বার্থে নয় দেশের একটি স্থবির অবস্থা তুলে ধরতেই আমরা প্রতিবেদনটি লিখেছি। যেকোন সত্যকে মাথা পেতে নিতে আমরা প্রস্তুত এবং জাতীয় স্বার্থে যেকোন সত্যকেও নির্ভীক চিত্তে তুলে ধরতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আমার প্রতিবেদনে তথ্যগত আরো একটি ভুল ছিল, তা হলো— গত ছয় বছর ধরে 'জাতীয় কী বোর্ড বাস্তবায়ন কমিটির' কার্যকলাপ সম্পর্কিত। আসলে মূল ব্যাপারটি এরকম— গত ছয় বছর পূর্বে বাংলা একাডেমী বাংলা টাইপ রাইটার আদর্শ করার কাজে হাত দেয়। তারা একটি কমিটি গঠন করেন— যে কমিটির তিন স্তরের (three layer) একটি টাইপরাইটারের প্রস্তাব করেন, যা ছিল বাণিজ্যিকভাবে বাস্তব বিবর্জিত। কমিটি জাপান সফর করে বিভিন্ন টাইপ রাইটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে কথা বলেন এই টাইপরাইটারটি প্রস্তুতের ব্যাপারে। জাপানি কোম্পানি কয়েক বিলিয়ন ডলারের হিসাব দেখালে তা আর সম্ভব হয়নি।

অপরদিকে বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিল গত তিন বছর যাবৎ কমপিউটারে বাংলা প্রমিত কী বোর্ড প্রণয়নের ব্যাপারে চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং কমপিউটার কাউন্সিলের উদ্যোগেই জাতীয় পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়, যার সভাপতি বুয়েটের উপাচার্য এবং বাংলা একাডেমীও যার সদস্য।

এখানে উল্লেখ্য, বাংলা একাডেমী সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত এবং বিসিসি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের আওতাভুক্ত।

জাপান সফরের যৌক্তিকতা

একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, তিন স্তরের কীবোর্ড তৈরীর ব্যাপারে জাপান যাওয়া কি জরুরী ছিল ? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদের ঐ ডিজাইনটি পাঠিয়ে সম্ভাব্য খরচের ধারণা কি দেশে বসেই পাওয়া যেতো না ? কোনো কোম্পানির সাথে চুক্তি হবার সম্ভাবনা দেখা দিলেই না হয় বিদেশ যাওয়া যেতো। যথাযথ কর্তৃপক্ষ এই প্রশ্নটির জবাব দেবেন কি ?

আমার অস্তিত্ব

আমার একাধিক অস্তিত্ব থাকতে পারে। ব্যক্তি আমি, সাংবাদিক/লেখক আমি এবং কমপিউটার প্রফেশনাল আমি। তিনটি ভিন্ন ধারা। শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে নয়, ভালোবাসার জন্যেই আমি কমপিউটার প্রফেশনাল। সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে আমি একজন লেখক আর আমার ব্যক্তিগত জীবন, সেটা নিতান্তই আমার। তিনটিকে কখনই এক করা যাবে না।

আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই আক্রমন করেছেন। তাদের প্রতি অনুরোধ তিনটে জিনিসকে এক করে দেখবেন না। আমরা সবাই মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও বাস্তবিক পুরো আমলাতান্ত্রিক। প্রতিবাদের ভাষা লিখিত হওয়া উচিৎ। প্রতিবাদগুলোও আমরা ছাপবো বই-কি !

বাদ-প্রতিবাদ

গত সংখ্যায় রিপোর্ট প্রকাশের পর অনেকের সাথেই আমাদের কথা হয়েছে। অনেকেই এর জন্যে আমাদেরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। জনাব এস. ডি. শহীদ ও জনাব শামসুল হক চৌধুরী বলেছেন, আমরা অনতিবিলম্বে আদর্শ কীবোর্ড চাই। তারা সবকিছু সহজভাবে নিয়েছেন। জনাব মোস্তফা জব্বার সবচে বেশী উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। কোরেশী সাহেবও চমৎকার আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। আমরা তাদের সহযোগিতার জন্যে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

অপরদিকে আমাদেরকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও সহ্য করতে হয়েছে প্রচুর। চোরের মার বড় গলা, বাংলা ভাষার জন্য মায়াকান্না ইত্যাদি। ভাষারও ব্যবহার করেছেন অনেকে। এর জবাবে শুধু এটুকুই বলতে চাই— আজ যারা বাংলা ভাষা ও কমপিউটারের উপর কলম ধরার জন্যে আমাদেরকে গালিগালাজ করছেন— তাদের কেউ কেউ ঠিকমতো বাংলাতে কথাই বলতে পারেন না। আমেরিকা প্রবাসী নুসরত রেটিনা আমাদেরকে জানিয়ে গেছেন তাদের নাম— যারা আমেরিকায় গিয়ে আজো নিজেদেরকে 'পাকিস্তানী' হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন। উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সেসকল লোকরা এদিকে আবার বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের ধূয়া তুলেন। ছিঃ।

বাংলা একাডেমিকে অভিনন্দন

এত কিছুর পরও বাংলা একাডেমিকে অভিনন্দন এই জন্যে যে, সাহিত্যের আঙিনা পেরিয়ে তারা এখন প্রযুক্তিরও ধারক ও বাহক হতে চাচ্ছে। তবে একাডেমি যদি শুধু নিজস্ব ব্যবহারের জন্যে এই কীবোর্ডটি ব্যবহার করতো তাহলে তেমন কিছু হতো না। কিন্তু একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কপালে বাংলা একাডেমির সীল মেরে তাকে জনগণের হাতে তুলে দিয়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ঘোলাটে করেছে একাডেমি। স্থবির একটি পরিবেশে আলোচনার ঢেউ তোলার জন্যে বাংলা একাডেমিকে আবারো অভিনন্দন জানাচ্ছি। শীঘ্রই জাতি যদি বিসিসির কাছ থেকে একটি প্রমিত কীবোর্ড পেয়ে যায়, তবে এই নাড়া দেবার জন্যে একাডেমিকে আমরা আবারো ধন্যবাদ জানাবো।

একাডেমির নতুন প্রকল্প

বাংলা একাডেমি তার প্রণীত 'একাডেমি কীবোর্ড ও ফন্টের' জন্যে একটি স্পেল চেকার তৈরীর প্রকল্প হাতে নিয়েছে। একাডেমির মহাপরিচালক ডঃ হাফিজ-অর-রশীদকে সভাপতি করে ১৭ সদস্যের একটি কমিটি স্পেল চেকারের জন্যে আরেকটি সাব কমিটি করে দেয়। এই সাব কমিটির সভাপতি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার কৌশল বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ কায়কোবাদ। তিনি তার চারজন ছাত্র ও অনির্বাণের জনাব বখতিয়ার, সাইটেকের আজহার এইচ. চৌধুরী জুয়েল এবং বর্ণের উদ্ভাবক অংকে ও সোহেলকে নিয়ে কাজ করছেন। এই কমিটিতে রয়েছেন ডঃ মনিরুজ্জামান ও বশির আল হেলাল সাহেব। দেশে আদর্শ কীবোর্ড না থাকায় এবং বিভিন্ন বর্ণের কোড প্রমিত না থাকায় এই কমিটি আপাতত নিজেরা একটি কোড তৈরী করে কাজ করতে থাকবে এবং পরবর্তীতে বিসিসি আদর্শ কোড প্রণয়ন করলে সে মোতাবেক তার পরিবর্তন সাধন করা হবে।

এখানে নতুন আরেকটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। একাডেমি কী বোর্ডটি এপ্ল মেকিন্টোশে ওয়ার্ড প্রসেসিং কাজে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এই কমিটিটি শুধুমাত্র মেকিন্টোশ সিস্টেমের জন্যে স্পেল চেকার বানাতে চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে সিস্টেম অনির্ভর একটি স্পেল চেকার তৈরী করতে যার সুবিধা সবাই ভোগ করতে পারবে। অর্থাৎ একটি আসকী টেক্ট ফাইল পেলেই এই স্পেল চেকারটি তার বানান পরীক্ষা করে দিতে সক্ষম হবে। ফাইলটি যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমেই তৈরী করা হোক না কেন। এখন সমস্যা হলো— যেহেতু মেকিন্টোশে ওয়ার্ড প্রসেসিং করা হয় তাদেরই নিজস্ব ওয়ার্ড প্রসেসর দিয়ে এবং তার ফাইল ফরম্যাটের উপর ব্যবহারকারীর হাত নেই তাই কমিটির চাহিদা মোতাবেক আসকী ফাইল এরা এখানে পাবেন না। সেক্ষেত্রে একাডেমি তার এই ফন্টের জন্যে স্পেল চেকার হয়তো পাবে না। একাডেমি এ সমস্যার সমাধান কিভাবে দেবে তা ভবিষ্যতেই দেখা যাবে।

মেকিন্টোশে ওয়ার্ড প্রসেসিং

এপ্ল মেকিন্টোশ ওয়ার্ড প্রসেসিং-এর ক্ষেত্রে অনেকটা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে আমাদের দেশে— তাদের বিখ্যাত ওয়ার্ড প্রসেসর 'মাইক্রোসফট ওয়ার্ড' এবং 'পেজমেকার'-এর মাধ্যমে। মেকিন্টোশের সফটওয়্যার তৈরী করে প্রধানতঃ এপ্ল কোম্পানি। ব্যবহারকারী পেতে পারেন যাবতীয় টুল্স। তেমনি একটি টুলের নাম— ফন্টোগ্রাফার। এটা দিয়ে নতুন নতুন ফন্ট তৈরী করে কমপিউটারে সহজেই ঢুকিয়ে দেয়া যায়। এর জন্যে কমপিউটার বিজ্ঞানের উপর লেখাপড়ারও দরকার নেই। একজন মোটামুটি বুদ্ধির লোককে (এমনকি স্কুলের বাচ্চাদেরও) ব্যাপারটি দেখিয়ে দিলে বসে বসে ফন্ট তৈরী করে ফেলতে পারবে এবং তা কমপিউটারে জমা করে রাখতে পারবে। এখন সামান্য জটিল যে ব্যাপারটি তা হলো— ঠিকমতো লিংক করা। এটাকে জটিল বলছি একারণে যে— এই টেকনিকটি আপনাকে কোন পারদর্শী ব্যক্তির কাছ থেকে শিখে আসতে হবে। হয়তো আনন্দ কমপিউটারের জনাব মোস্তফা জব্বার অথবা ন্যাশনাল কমপিউটারের এস. ডি. শহীদ সাহেবের কাছে গেলে তারা আপনাকে পদ্ধতিটি শিখিয়ে দেবেন। আর যারা কমপিউটার বোঝেন তারা তো ম্যানুয়াল দেখেই ব্যাপারটি পেয়ে যাবেন। ব্যাপারটি আহা মরি গোছের কিছু নয়। এ কাজটির চেয়ে আইবিএম মেশিনের জন্যে উদ্ভাবিত ওয়ার্ড প্রসেসর— 'অরহ', 'অনির্বাণ' ও 'বর্ণ'— হাজারগুণ জটিল ও বুদ্ধিমত্তার কাজ। সৃষ্টি ধর্মীতার দাবী করলে— অংকে ও সোহেলের তৈরী 'বর্ণ' সর্বাপেক্ষা বেশী কৃতিত্বের অংশীদার। তারা নিজ হাতে ওয়ার্ড প্রসেসর তৈরী করেছে— অন্যের ওয়ার্ড প্রসেসরে ফন্ট বসিয়ে কৃতিত্ব দাবী করেনি।

মেকিন্টোশে ওয়ার্ড প্রসেসিং-এ সবচে বড় সুবিধা হলো— সব কিছু তৈরী অবস্থায় পাওয়া যায় (ready made) অন্যদিকে বড় অসুবিধা হলো— ফাইল ষ্ট্রাকচারের ভেতরে সহজে পরিবর্তন করা যায় না।

কপিরাইট মুক্ত ফন্ট

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক বড় গলায় বলে থাকেন— "This font is copyright free, anyone can use it, there is no bindings." প্রমিতকরণের কথা বললে বলে উঠেন— "I have access in my keyboard, but Mustafa Jabbar has no access in his keyboard. If Computer Council gives a standard keyboard, then we will change our keyboard accordingly ... ..." সাইটেক কোং-ও বলে থাকে— "This is totally copyright free. Anyone can take it from us without any cost."

একাডেমির মহাপরিচালক ইংরেজীতে এই যে বড় বড় কথাগুলো বলে থাকেন— এগুলো কি তিনি বুঝে বলেন ? আসলে তাকে একথাগুলো শিখিয়ে দেয়া হয়েছে বা ভুল বুঝানো হয়েছে। তিনি কমপিউটারের 'ক'-ও বুঝেন না—এটা তিনি নিজেই স্বীকার করেন, তারপরও এধরনের টেকনিকাল কথা তিনি বলেন কি করে ? মহাপরিচালককে ঘিরে রয়েছে একদল তোষামোদকারী কবি ও সাহিত্যিক। এঁদের সরকারী কবি, সাহিত্যিক বললে ভালো মানাবে। তেমনি এক পোষা কবি, সবার সামনে মহাপরিচালককে তোষামোদ করেন— 'আপনি একটা বিপ্লব এনে ফেলেছেন, স্যার'। ভাবখানা এমন যেন প্রযুক্তির শীর্ষপ্রান্তে তারা অবস্থান করছেন। তারপর দেখা গেলো— ডিকসনারী তৈরীতে বিভিন্ন বর্ণের যে এক একটি নাম্বার কোড প্রয়োজন এই সরল ব্যাপারটিও তাদের অনেক পণ্ডিতই বুঝতে পারেন না। অন্ধের হাতি দেখার মতো অবস্থা— যুক্তাক্ষর লিখতে পারাটাই যেন কমপিউটারের সব।

তাদের দৃষ্টিতে কপিরাইটমুক্ত হলো— যেকোন মেকিন্টোশ ব্যবহারকারী এটাকে বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবে। অথচ দেশের ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ কমপিউটারই আইবিএম কমপিটিবল। তারা এটা পাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে একাডেমি এটাকে সবার জন্য উন্মুক্ত বলছে কিভাবে ? একাডেমি সার্বজনিন কিছু জনগণের হাতে তুলে দিতে না পারলে কপিরাইটের ধোয়া তুলে পরিবেশ নোংরা করবে কেন ? আরো প্রশ্ন আছে— এটাতে কি ফন্টের বিট ম্যাপ বা ভেক্টর দেয়া হবে ? তা না দিলে, এটাকে অন্যান্য প্রোগ্রামে জোড়া দেয়া হবে কিভাবে ? কপিরাইটমুক্ত ফন্ট বলতে বুঝাবে ঐ ফন্ট ফাইলটি, ওয়ার্ড প্রসেসরটি নয়। ওয়ার্ড প্রসেসরটি বাংলা একাডেমির সম্পত্তি নয়, এটা মাইক্রোসফট কোম্পানির। এটা কপি করে বিতরণ আইনতঃ অপরাধ। বাংলাদেশে চুরি করা সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। এপল কোম্পানি বিষয়টি জানতে পারলে ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে কপিরাইট আওতায় মামলা করতে পারেন। এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইনের বাংলাদেশও একজন স্বাক্ষর দাতা।

মেধাকে লালন করাই যদি হারুন-অর-রশীদ সাহেবদের নীতি হতো, তাহলে তারা বিনামূল্যে সাইটেক থেকে প্রাপ্ত কীবোর্ডকে উন্মুক্ত ঘোষণা করতেন না। দেশীয় মেধাকে কাজে লাগিয়ে এদেশীয়দের দ্বারা একাডেমির জন্যে ওয়ার্ডপ্রসেসর লিখিয়ে নিতেন। দেশে পৃষ্ঠপোষকের অভাব। এটা হলে, তিনি যথার্থই পৃষ্ঠপোষক হতেন। আমাদের ছেলেরা সৃষ্টিশীল কাজ পেতো। এতে যদি একাডেমির ৫ লক্ষ টাকাও খরচ হতো, সেটাও ঐ ২৫ লক্ষ টাকা নষ্টের চেয়ে অনেক বড় কাজ হতো। সেটাকে আমরা মাথা নুয়ে শ্রদ্ধা জানাতাম। সেটা হতো প্রকৃত সৃষ্টিশীলতা। এখন যা হচ্ছে, তা চুরি।

হারুন-অর-রশীদ সাহেব যত চিৎকার করেই বলুন না— "I have access in my keyboard"— প্রকৃতপক্ষে তিনি কোনদিনই ঐ ফাইল ষ্ট্রাকচারে হাত দিতে পারবেন না। এজন্যেই একাডেমি কী বোর্ডের উদ্ভাবক আজহার সাহেব স্পেল চেকার কমিটির কাছে ১০টি বিশেষ কোডের জায়গা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেছেন, যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং ঐ ফাইল ফরম্যাটে ঢোকা যাচ্ছে না বলেই এটা হয়েছে। ডাটা ট্রান্সমিশন ও নেটওয়ার্কিং এবং সর্টিং সার্চিং-এ এটা বড় বাধা হবে। (এ সম্পর্কে আগামী সংখ্যা কমপিউটার জগৎ-এ একটি লেখায় আলোকপাত করা হবে) এসব ব্যাপারগুলো তারা আদৌ বিবেচনায় আনেননি। আসলে কুয়োর ব্যাঙদের কি বুঝতে পারার কথা— সাগর কত বিশাল?

আজহার এইচ. চৌধুরী

একাডেমি কী বোর্ড ও ফন্টের উদ্ভাবক তিনি। বেশ কয়েক মাস পরিশ্রম করে তিনি এটি ডিজাইন করেছেন। তার সাথে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে আমার—এ ব্যাপারটি নিয়ে। ভীষণ বিনয়ী। বয়সে তরুণ। সাইটেক কোং-এ চাকুরী করেন। তিনি সবচে কষ্ট করেন বাংলার সবগুলো যুক্তাক্ষরকে প্রদর্শন করতে গিয়ে। বাংলায় হরেক রকমের বর্ণ ও সংযুক্ত বর্ণ রয়েছে। এদেরকে ঠিক ঠিক বিবেচনায় আনা জটিল বৈ কি । তার চেয়েও বেশী জটিল বর্ণমালাগুলোকে ক্রমানুসারে সাজানো। সংযুক্ত বর্ণগুলোকে ঠিকমতো বসানো প্রশংসার দাবীদার। তিনি দাবী করেন— চারটি বর্ণ ছাড়া বাদবাকী সবগুলোকেই তিনি ক্রমানুসারে সাজাতে সক্ষম হয়েছেন তবে কোড তৈরী করতে তিনি বেশ কয়েকটি বাড়তি বর্ণ সংযোজন করেছেন, ডিসপ্লেতে দৃষ্টিনন্দনের জন্য। তার ডিজাইন কতটা উন্নতমানের তার বিবেচনা করবেন টেকনোক্রাফট বা কমপিউটার বিশেষজ্ঞরা।

জনাব আজহারও বিষয়টি ছেড়ে দিয়েছেন সুধি মহলের কাছে। এটা নিয়ে তিনি কখনই উচ্চবাচ্য বা আত্মতুষ্টির বড়াই করেননি। তবে এটা ঠিক— ওয়ার্ড প্রসেসরের ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। কেননা অনেক নতুন ধারণার ও চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। নতুন কিছু ফিচারও যুক্ত করেছেন তাতে।

আজহার এইচ. চৌধুরীকে আমাদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন।

আমরা কেন সোচ্চার

আমরা কারো কৃতকর্মকে ছোট করতে চাচ্ছি না। একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দাবী করছে তারা এক নবদিগন্তের সূচনা করেছেন। তারা এই কাজের জন্যে আজহার সাহেবকে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার প্রদানের কথাও বলতে থাকেন। আজহার সাহেবকে পুরস্কৃত করার ব্যাপারটি আমরাও প্রস্তাব করছি, তবে অবশ্যই তার কৃতকর্ম যাচাই-এর মাধ্যমেই।

অন্যদিকে বাংলা একাডেমি যদি তাদের ওয়ার্ডপ্রসেসর নিয়েই ক্ষান্ত থাকতো তবে বলার কিছুই ছিলো না। কিন্তু তারা দাবী করছেন— এটাকে তারা ইউনিকোডের কাছাকাছি নিয়ে যাবেন। ডাটা কমিউনিকেশন ও ডাটা প্রসেসিং-এ ব্যাঙ্গে লাগাবেন। একাডেমি এসবের কতটা বোঝে। তাদেরকে এ দায়িত্বইবা কে দিয়েছে ? দেশের কোনও বিশেষজ্ঞের পরামর্শ বা সাহায্য না নিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশী মতো কমপিউটারে বাংলা প্রমিতকরণের কাজগুলো তারা কিভাবে করছে? এটা যে ভুল পদ্ধতি তা ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। একাডেমির এ খামখেয়ালীর কারণে

১১ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

সাইটেকের প্রতিবাদলিপি

কম্পিউটার জগৎ-এর হাতে বিপন্ন বাংলা

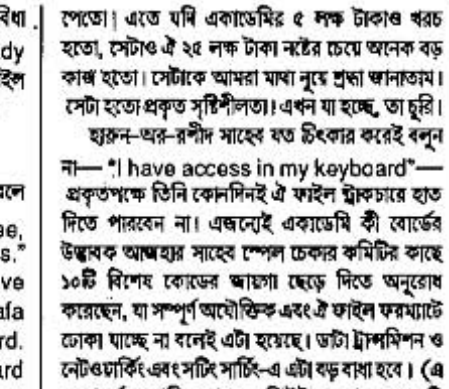

প্রতিবেদকের বক্তব্য

কমপিউটার জগৎ-এর বিরুদ্ধে সাইটেক কোম্পানির অনেক ক্ষোভ তা তাদের পাঠানো প্রতিবাদলিপির শিরোনাম দেখেই বোঝা যায়। সকলের জানা আছে 'মাসিক কমপিউটার জগৎ' একটি কমপিউটার বিষয়ক পত্রিকা মাত্র। একটি কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। এমনকি কোন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সাথে এর কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ নেই। তারচেয়েও বড় কথা আমরা কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লড়িনি আমাদের লক্ষ্য দেশ এবং এদেশের জনগণ ও সকলের প্রাণের ভাষা বাংলা লক্ষ্য পূরণের জন্যে যা করার দরকার তাই করেছি আমরা।

সত্যটি জনগণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

আমাদের বক্তব্যে যুক্তি ছিল, ভাষায় শালীনতা ছিল, বানান ছিল নির্ভুল।

আমাদের প্রকাশিত সে লেখার প্রতিবাদ কিভাবে কোন যুক্তির উপর ভিত্তি করে সাইটেক করল তার বিচারের ভার সম্মানিত বাংলা ভাষাভাষি পাঠকের হাতে ছেড়ে দিলাম।

বাংলাদেশ একটি ফ্রি-মার্কেট। এখানে যেকেউ সিঙ্গাপুর বা হংকং ইত্যাদি দেশ থেকে আমাদানী নিষিদ্ধ নয় এমন পণ্য এনে বিক্রি করতে পারেন। তাছাড়া আমরা সবাই জানি যে, টেণ্ডারে প্রদত্ত সর্বনিম্ন মূল্য বাজার দরের চেয়ে কম বা বেশী যেকোনটিই হতে পারে।

৫১ পৃষ্ঠার পর

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

কে দায়ী অবিলম্বে তদন্ত চাই

কমপিউটার জগৎ গত প্রায় দেড় বছর যাবৎ সার্ভিস সেক্টর ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার উন্নয়ন ব্যাপক কমপিউটারায়ন ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দারুণ হৈ চৈ করছে। আমি গত ১৯৯১ সালের শেষ দিকে কমপিউটার জগৎ-র সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ পড়ে ডাটা এন্ট্রি সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ বিসিসিতে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য যাই। সেখানে আমাকে এ শিল্পের ব্যাপারে নিরুৎসাহিতকরে বলা হয় এগুলি নাকি কমপিউটার জগৎ-এর উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। এ ধরণের শিল্প নাকি কোথাও নেই। আমার মত উৎসাহী হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-র দুজন শিক্ষকও ওখানে গিয়েছিলেন তাদেরকেও একই ভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। বলা হয় আগামী ২/৪ বছরের মধ্যে কাগজের প্রচলনই উঠে যাবে আর তা ছাড়া এ ধরণের ব্যবসা শিল্প পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা তারা জানেন না।

যাই হোক এ নিয়ে আমি আর অগ্রসর হইনি, ইদানিং কমপিউটার জগৎ দেখছি আবার এ ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠছে। আমার আবেদন এ ধরণের ব্যবসা যদি এখানে সম্ভব না হয় তবে আপনারা এ ধরণের বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনে বিরত থাকুন। আর সত্যিই যদি বিদেশে এ ধরণের কাজ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের হয়ে থাকে তা হলে জাতিকে এর সুবর্ণ-সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য কারা কারা দায়ী-অবিলম্বে তদন্ত করে তা প্রকাশ করার জন্য সরকারের বিশেষ করে মাননীয়া প্রধান মন্ত্রীর নিকট আমরা জোর আবেদন জানাচ্ছি।

মোস্তাফিজুর রহমান
পাঁচ লাইন, চট্টগ্রাম

BCTG এর বাংলা সফটওয়্যার

"BCTG" অর্থাৎ BENGALI IN COMPUTER TASK GROUPS.. আমরা ক'জন প্রবাসী বাংলাদেশী ছাত্র চীনে এই BCTG নামক TASK GROUP এর অধীনে নিম্নের তিনটি বিষয় সম্পন্ন করতে পেরেছি।

ক. BCTG BANGLA BIOS V 1.0 খ. BCTG BILINGUAL WORDPROCESSOR এবং

গ. BCTG DATABAGE MANAGE SYSTEM.

আমাদের জাতির জন্যে আমরা গর্ববোধ করছি, এটা সৃষ্টি করতে পেরে। এতে রয়েছে প্রচুর সুযোগের প্রতিশ্রুতি।যেমন — অপারেটর আমাদের KEY BOARD LATOUT তৈরি করার UTILITY পাবে। DOS 5.0 এর DOS KEY. COM এর হুবহু অবিকল বৈশিষ্ট্যের একটি ইউটিলিটি রয়েছে, যার মাধ্যমে বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলো কিংবা দীর্ঘ বাক্যগুলো পর্যন্ত INPUT করার ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে কাজের গতি অনেক বাড়বে। এতে HIGH LEVEL LANGUAGE, MACHINE LANGUAGE থেকে শুরু করে dBase এর মতো Data storing Languageও ব্যবহার করে বাংলা Output পাওয়া যাবে। বাংলা লাইব্রেরীতে একটি যুক্তাক্ষরও আমরা বদল কিংবা বাদ দেইনি। সুতরাং বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহারে এর জুড়ি নেই। এটি XT, AT, PC, Mono/ Color মনিটর, 9 PIN / 24 PIN PRINTER প্রভৃতিতে নির্দ্বিধায় কাজ করবে। অর্থাৎ এর PORTABLE ক্ষমতাও উঁচু।

উল্লেখ্য, **কমপিউটার জগৎ**-এর আগষ্ট '৯২ সংখ্যাতে আমাদের একটি ফিচার ছাপা হয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত তেমন কোনো উদার ব্যক্তি তার ঔদার্য্যকে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি। আমরা আবারও বলছি, NO RISK NO GAIN. আপনি যদি বুদ্ধিমান হোন, তবে আশা করি ব্যাপারটা বুঝবেন।

একটা সফটওয়্যার বাজারজাত চাট্টিখানি কথা নয়। আবার সেই বাজারটা যদি হয় বাংলাদেশে। তার উপরে উদ্যোক্তা আমরা পড়ে আছি বিদেশে। সফটওয়্যার, টুলস, বইপত্র, কম্পাইলার, কপিরাইট, এডভারটাইজিং ইত্যাদি মিলিয়েই একটা সফটওয়্যারের মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। আমরা ছয়লক্ষ টাকার যে-কোন শর্তে এই সফটওয়্যারের ডিলার নিয়োগে সম্মত রয়েছি। আমরা প্রচুর সুযোগ দিয়েও সম্পুর্ন এর বেশী একটা দাবী করিনি। জাতির জন্যে কিছু একটা মঙ্গলজনক কাজ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বিস্তারিত জানতে হলে যোগাযোগ করুন —
BCTG
A.S.M. ASHRAFUL HUQ
FOREIGN STUDENT BUILDING,
ROOM — 205,
BEIJING TRANSPORT UNIVERSITY,
BEIJING — 10044,
CHINA.

Dear Sir,

আমি কমপিউটার জগৎ নিয়মিত পড়ি। প্রতি সংখ্যাতেই কিছু না কিছু চমকপ্রদ থাকে। পত্রিকাটির ফিচার গুলো খুবই ভাল লাগে কিন্তু এটিতে ল্যাংগুয়েজ শিখার কার্যক্রম এখনও প্রকাশিত হয়নি। তাই আমি আশা করি ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। আমার অনুরোধ যেন এসেম্ব্লী ল্যাংগুয়েজ -এর উপর একটি ধারাবাহিক কোর্স শুরু করা হয়।

কিছুদিন আগে **কমপিউটার জগৎ** ঢাকায় কমপিউটার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ছিল। সেই জন্য সবাইকে জানাই ধন্যবাদ। তাছাড়া, অল্প কিছুদিন আগেও ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা চট্টগ্রামবাসীরা বা ঢাকার বাইরে যারা থাকি তাদের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়নি বা মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী দেখা সম্ভব হয়নি। তাই আমার অনুরোধ ভবিষ্যতে যেন এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

ইতি
মোঃ নজমুল হক (হিটো)
বানিজ্য বিভাগ
সরকারী সিটি কলেজ

বাংলা একাডেমী (২০ নং পৃষ্ঠার পর)

কমুপিউটারে ভুল বাংলা চলে আসতে পারে— সিস্টেম জটিলতর হতে পারে। তখন পুরো দায়ভার পোহাতে হবে এ জাতিকে। একধাপ এগুনোর পরিবর্তে পিছিয়ে পড়বো কয়েকধাপ। নাপিত দিয়ে ক্ষুর চালিয়ে অস্ত্রপাচার কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা সবারই বোধগম্য।

এদিকে কমপিউটার কাউন্সিল রয়েছে এব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। বাংলা একাডেমির উচিৎ স্থবির বিসিসিকে চাপ দেয়া— যে প্রতিষ্ঠানটি দেশে কমপিউটারায়নের তথাকথিত দায়িত্ব পালনের জন্য জনগণের কোটি কোটি টাকা 'ব্যয়' করছে। এটা আদায় করে নিতে পারলে কৃতিত্ব পাবে বাংলা একাডেমি। তা না করে— ভুল পথে বাংলাকে পরিচালনা করে— শহীদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাকে বিপন্ন করার প্রয়াস চালানোর নামান্তর।

আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি এর আশু সমাধানের জন্য। সময় অনেক নষ্ট হয়েছে আর নয়। ভাষা আন্দোলনের মাস— এই ফেব্রুয়ারীতেই চাই আদর্শ বাংলা কীবোর্ড।

সম্পাদকের কথা

সার্বজনীন বাংলা কীবোর্ড উদ্ভাবন ও প্রবর্তন বাংলা ভাষার প্রায়োগিক চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হবে ভবিষ্যতের কাছে। এ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্য পালনে নানা দিক থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন মেধাসম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষেরা। সমকালীন যুগে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমের সীমাবদ্ধতায় আমরা অনেকেই আড়ষ্ট। এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে একটা জাতীয় করণীয় সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য বিতর্ক - ঘোরতর বিতর্ক প্রয়োজন ছিল। যে কোন ভাবেই হোক কমপিউটার জগৎ ৬ বছরের সেই নিশ্চলতা ভেঙে জরুরী কাজটি সম্পন্ন করার তাগিদ প্রবল করেছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক ভঙ্গির কর্মপ্রয়াসও বাংলাভাষার প্রয়োগ নিরীক্ষাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছে। কিন্তু জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিসিসি ও বাংলা একাডেমীর ব্যর্থতার কারণে এসেছে বিপর্যয়। বর্তমান বাণিজ্যিক প্রয়াস আপাতঃ মধুর হলেও বহু কীবোর্ডের নৈরাজ্য আমাদের সকলকেই বিপন্ন করবে। বিপন্ন বাংলাকে উদ্ধারের জন্য এখন দরকার আরও বৈজ্ঞানিক ও অগ্রসর সাধনা। নূতন প্রজন্মের প্রয়োগ বুদ্ধির সাথে প্রচলিত প্রয়োগ যুক্তির একটা বিতর্ক প্রয়োজন ছিল। বাদানুবাদ ও রূঢ় বাক্য বিনিময় হয়তো ঘটে গেছে। চলতে থাকবে এ পর্বে। তবু এর মধ্য দিয়ে মৌলিক, সৃজনশীল, সার্বজনীন একটি কীবোর্ড ও ফন্ট পদ্ধতির যদি উদ্ভব ঘটে,তা হবে এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ সবার প্রচেষ্টার সফল সমাপ্তি।

এমন একটি প্রক্রিয়ার উপর বিশ্বাস রেখেই আমরা এ বিতর্ক অব্যাহত রাখবো। আমরা জোর দিয়ে বলছি এবং বলবো। প্রমিত বাংলা কীবোর্ড উদ্ভাবন একা কারো দ্বারা সম্ভব নয়। এ সমষ্টিগত কর্তব্য করনীয়ের জন্য সর্বব্যাপী উদ্যোগের তাগিদ সৃষ্টি ছাড়া কোন অভিপ্রেত কমপিউটার জগৎ-এর নেই। বির্তকে কেউ আহত হয়েছেন। তাদের মনোপীড়ার কারণ আসলে আমাদেরও ব্যথিত করেছে। কিন্তু এ বেদনা ও পীড়া, এ বিতর্ক ও সংঘাত ধীরে ধীরে একটা সফল সমাপ্তির দিকেই এগিয়ে নেবে আমাদের। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, স্বাধীকারের আন্দোলন, মুক্তি সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তুমুল বিতর্ক ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে সত্যে উত্তরণ। আমরা সকলে সত্যকে ধারণ, লালন ও স্বীকার করতে অকুণ্ঠ হলে একটা বড় কীর্তি একালেও সম্ভব হবে। সত্যকে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠায় কমপিউটার জগৎও পিছ পা হবে না, এ অঙ্গীকার নিয়ে আমরা পবিত্র ফেব্রুয়ারীর এ মাসে বাংলা কীবোর্ড গড়ে তোলার জন্য সকল প্রজন্ম, সকল প্রতিষ্ঠান, সকল মনীষার সৃষ্টিশীল উদ্যম অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।